

সন্মিলিতের বিশ্বদর্পণ

Applied for e-ISSN vide Application No. 76157 Dt. 22/06/2026, UDYAM-WB-11-0097957

প্রথম বর্ষ, তৃতীয় মাস, পঞ্চবিংশ সংখ্যা, বুধবার, বঙ্গাব্দ ১৪৩৩, আশ্বিন ৫, ইংরিজি ২০২৬, সেপ্টেম্বর ২৩



বিকশিত ভারত ২০৪৭ নিয়ে চিন্তন শিবির

নয়াদিল্লি: ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’-এর লক্ষ্যে সরকারের কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নির্ধারণে আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বিশেষ ‘চিন্তন শিবির’-এ বসবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। সরকারি সূত্র উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে এএনআই।

সূত্রের খবর, এটি আলাদা কোনও বৈঠক নয়, বরং মন্ত্রিসভার আনুষ্ঠানিক বৈঠকের অংশ হিসেবেই এই ‘চিন্তন শিবির’ অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’-এর লক্ষ্যে ইতিমধ্যে নেওয়া উদ্যোগগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার পাশাপাশি আগামী দিনের সংস্কার, অগ্রাধিকার এবং নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হবে।

‘বিকশিত ভারত’ কর্মসূচির প্রক্রিয়া ২০২১ সাল থেকেই চলছে। এই লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি ভিশন এবং স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি রোডম্যাপ তৈরির জন্য সচিবদের নেতৃত্বে ১০টি ক্ষেত্রভিত্তিক গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল। পাশাপাশি বিভিন্ন অংশীজনের মতামতও নেওয়া হয়।

এএনআই-কে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত ‘বিকশিত ভারত@২০৪৭’-এর বিভিন্ন দিক নিয়ে মন্ত্রিসভার সামনে আট দফায় উপস্থাপনা ও আলোচনা হয়েছে। আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বরের ‘চিন্তন শিবির’ সেই

দ্বিতীয় পাতায়

মাদক মুক্ত ভারত

অ্যান্টিএনটিএফ-কে অ্যান্টি-নার্কো মিশন কমান্ড করার ডাক শাহর

নয়াদিল্লি: ২০২৯ সালের মধ্যে ভারতকে মাদকমুক্ত করার লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলিকে সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানানেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির অ্যান্টি-নার্কোটিক্স টাস্ক ফোর্সের প্রধানদের তৃতীয় জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন, মাদক পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও সুসংগঠিত ও ফলাফলভিত্তিক করতে হবে। অমিত শাহ বলেন, আগামী ৩১ ডিসেম্বর ২০২৯-এর মধ্যে ভারত থেকে মাদক ব্যবসার নেটওয়ার্ক নির্মূল করাই লক্ষ্য। কোনও দিক থেকেই যাতে এক গ্রাম মাদক দেশে প্রবেশ করতে না পারে এবং দেশ থেকেও কোনও মাদক বাইরে যেতে না পারে, সেই লক্ষ্যে কাজ করার কথা জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এখন শুধু বৈঠক এবং মাদক উদ্ধারের পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না। কাজের পদ্ধতিতে পরিবর্তন এনে বৈঠক থেকে মিশন, রিপোর্ট থেকে ফলাফল, মাদক উদ্ধারের পরিবর্তে গোটা নেটওয়ার্ক ধ্বংস এবং মামলা থেকে দোষী সাব্যস্ত করার দিকে এগোতে হবে। অ্যান্টিএনটিএফ-কে একটি ‘অ্যান্টি-নার্কো মিশন কমান্ড’-এ পরিণত করার লক্ষ্যও তুলে ধরেন তিনি।

মাদকবিরোধী অভিযানে জেলার ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেন অমিত শাহ। তাঁর মতে, মাদক উৎপাদন বা প্রবেশের এলাকা, পরিবহণের করিডর এবং মাদক সেবনের এলাকাকে পৃথক তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি আন্তঃরাজ্য পাচার, স্থানীয় বিক্রয়

নেটওয়ার্ক এবং আন্তর্জাতিক মাদকচক্রের বিরুদ্ধে সমন্বিত অভিযান চালানোর প্রয়োজন রয়েছে।

মাদক পাচারের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত দিকেও নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পিছনের ও সামনের দিকের তদন্তের পাশাপাশি আর্থিক তদন্ত এবং ডিজিটাল সংযোগের অনুসন্ধানকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলেন তিনি।



অপব্যবহার, ডার্কনেট, ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং নতুন যোগাযোগপ্রযুক্তির মাধ্যমে পরিচালিত মাদক ব্যবসার মোকাবিলায় বিশেষ দক্ষ আধিকারিকদের দল তৈরির কথাও বলেন তিনি।

মাদকবিরোধী সচেতনতা কর্মসূচিতেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ‘নশামুক্ত মিত্র’ কর্মসূচির আওতায় ইতিমধ্যে ৪৬,৭৮০ জনকে যুক্ত করা হয়েছে। আগামী দিনে তাঁরা দেশের ১০ লক্ষ স্কুল, কলেজ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যুবসমাজের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলবেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে

মাদকবিরোধী পদক্ষেপে সংবেদনশীল করবেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ২০২৬-২০২৯ সালের ভিশন নথিতে চারটি মূল স্তম্ভ নির্ধারণ করা হয়েছে—আইন প্রয়োগ, গোয়েন্দা তথ্য ও অভিযান; প্রিকারসর ও সিস্টেটিক মাদকের নিয়ন্ত্রণ; মাদকের চাহিদা কমানো ও ক্ষতি হ্রাস; এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বয়। এই চারটি স্তম্ভের অধীনে ১০০টিরও বেশি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

বিদেশি অভিযুক্তদের দেশে ফেরত পাঠানো এবং পুনরায় ভারতে প্রবেশ বন্ধ করতে তাঁদের কালো তালিকাভুক্ত করার জন্য পৃথক অভিযান চালানোর কথাও বলেন অমিত শাহ। বিদেশ থেকে মাদক সরবরাহকারী পলাতক অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে ভারতীয় আদালতের সামনে হাজির করার উপরও জোর দেন তিনি। তদন্ত থেকে দোষী সাব্যস্ত হওয়া পর্যন্ত গোটা প্রক্রিয়ার জন্য সরকারি কোর্সুলিদের সঙ্গে সমন্বয় করে পৃথক রূপরেখা তৈরির নির্দেশ দেন।

দুই দিনের এই সম্মেলনে ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অ্যান্টিএনটিএফ প্রধান ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় সরকারি দফতর ও বিভিন্ন অংশীজনের প্রতিনিধিরা অংশ নিচ্ছেন। অনুষ্ঠানে মাদকবিরোধী সচেতনতার জন্য টেলিভিশন বিজ্ঞাপন প্রকাশ, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরোর নতুন ওয়েবসাইট উদ্বোধন এবং লখনউ ও দেরাদুন এনসিবিএর নতুন আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্সের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। পাশাপাশি সেরা কাজ করা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অ্যান্টিএনটিএফ-গুলিকে সম্মানিত করা হয়।

ফ্রিনপ্রোটেক্ট বাধ্যতামূলক ভারতীয় মানদণ্ড

নয়াদিল্লি: স্মার্টফোনের জন্য ব্যবহৃত কাচের ফ্রিন রক্ষাকারী সামগ্রীকে বাধ্যতামূলক ভারতীয় মানের আওতায় আনল কেন্দ্রীয় সরকার। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রক ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ জারি করা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ‘ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি গুডস (রিকোয়ারমেন্ট অব কমপালসরি রেজিস্ট্রেশন) অর্ডার, ২০২১’-এ সংশোধন করেছে।

সংশোধিত আদেশে স্মার্টফোনের জন্য ব্যবহৃত ফ্রিন প্রোটেক্টর-কে নতুন করে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই পণ্যের জন্য নির্ধারিত ভারতীয় মান হল আইএস ১৯৩৪৮:২০২৫। এর ভারতীয় মানের শিরোনাম ‘গ্লাস ফ্রিন প্রোটেক্টর—স্পেসিফিকেশন’।

গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে নির্ধারিত ভারতীয় মান মেনে চলার বিধান ১ এপ্রিল ২০২৭ থেকে কার্যকর হবে।

এই সংশোধনটি ভারতীয় মান ব্যুরো আইন, ২০১৬-এর ধারা ২৫-এর উপধারা (৩)-এর সঙ্গে পঠিত ধারা ১৬-এর উপধারা (১) ও (২)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাবলে করা হয়েছে। সরকারের মতে, জনস্বার্থে এই সংশোধন প্রয়োজনীয় ও সমীচীন।

দ্বিতীয় পাতায়

ইন্দো-ওপেক সপ্তম বৈঠক

আন্তর্জাতিক তেল বাজারের স্থিতিশীলতায় জোর

নয়াদিল্লি: ভারত ও পেট্রোলিয়াম রপ্তানিকারক দেশগুলির সংগঠন ওপেকের মধ্যে জ্বালানি সহযোগিতা আরও জোরদার করার লক্ষ্যে সপ্তম উচ্চপর্যায়ের ওপেক-ভারত জ্বালানি সংলাপের বৈঠক অনুষ্ঠিত হল নয়াদিল্লিতে। বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাসমন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং ওপেকের মহাসচিব হাইথাম আল গাইস। বৈঠকে মূলত আন্তর্জাতিক তেল বাজারের স্থিতিশীলতা, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং সমগ্র তেল শিল্পে পর্যাণ্ড ও সমন্বয়যোগ্য বিনিয়োগের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি বাজারের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা।

বৈঠকে হরদীপ সিং পুরী বলেন, ভারত ও ওপেকের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই পরস্পরের পরিপূরক এবং পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ওপেক ও তার সদস্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যে যোগাযোগ রয়েছে, তা গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি-সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে বলেও জানান তিনি। ভারতের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদার প্রসঙ্গ তুলে পুরী বলেন, বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল বৃহৎ অর্থনীতিগুলির অন্যতম হিসেবে আগামী কয়েক দশকেও ভারত বিশ্বব্যাপী জ্বালানি চাহিদা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে থাকবে। উৎপাদক ও

দেশগুলির মধ্যে নিয়মিত সংলাপ বিনিয়োগ বৃদ্ধি, জ্বালানি ক্ষেত্রে স্থিতিস্থাপকতা শক্তিশালী করা এবং বিশ্ব অর্থনীতির বৃদ্ধি ও উন্নয়নের জন্য নির্ভরযোগ্য জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি উল্লেখ করেন। ভূ-রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং বাজারের অস্থিরতার মধ্যেও আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে ওপেকের ভূমিকার প্রশংসা করেন পুরী। ভারত ও ওপেককে আরও ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, স্থিতিশীল ও পূর্বানুমানযোগ্য আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজার গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। ওপেকের মহাসচিব হাইথাম আল গাইস বলেন, ভারতের গুরুত্ব বর্তমান বিশ্ব জ্বালানি ব্যবস্থায় ক্রমশ বাড়ছে এবং আগামী কয়েক দশকে এই গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পাবে। সেই কারণেই ভারতের সঙ্গে সংলাপকে ওপেক অগ্রাধিকার দেয় বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, ওপেক-ভারত জ্বালানি সংলাপের সূচনা হয়েছিল ২০১৫ সালে নয়াদিল্লিতে এবং ইতিমধ্যেই এই সংলাপের ১১ বছর পূর্ণ হয়েছে। ভারতের ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবসম্মত ও বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গিরও প্রশংসা করেন তিনি। তাঁর মতে, ভারতের বহু জ্বালানি অগ্রাধিকারই ওপেকের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

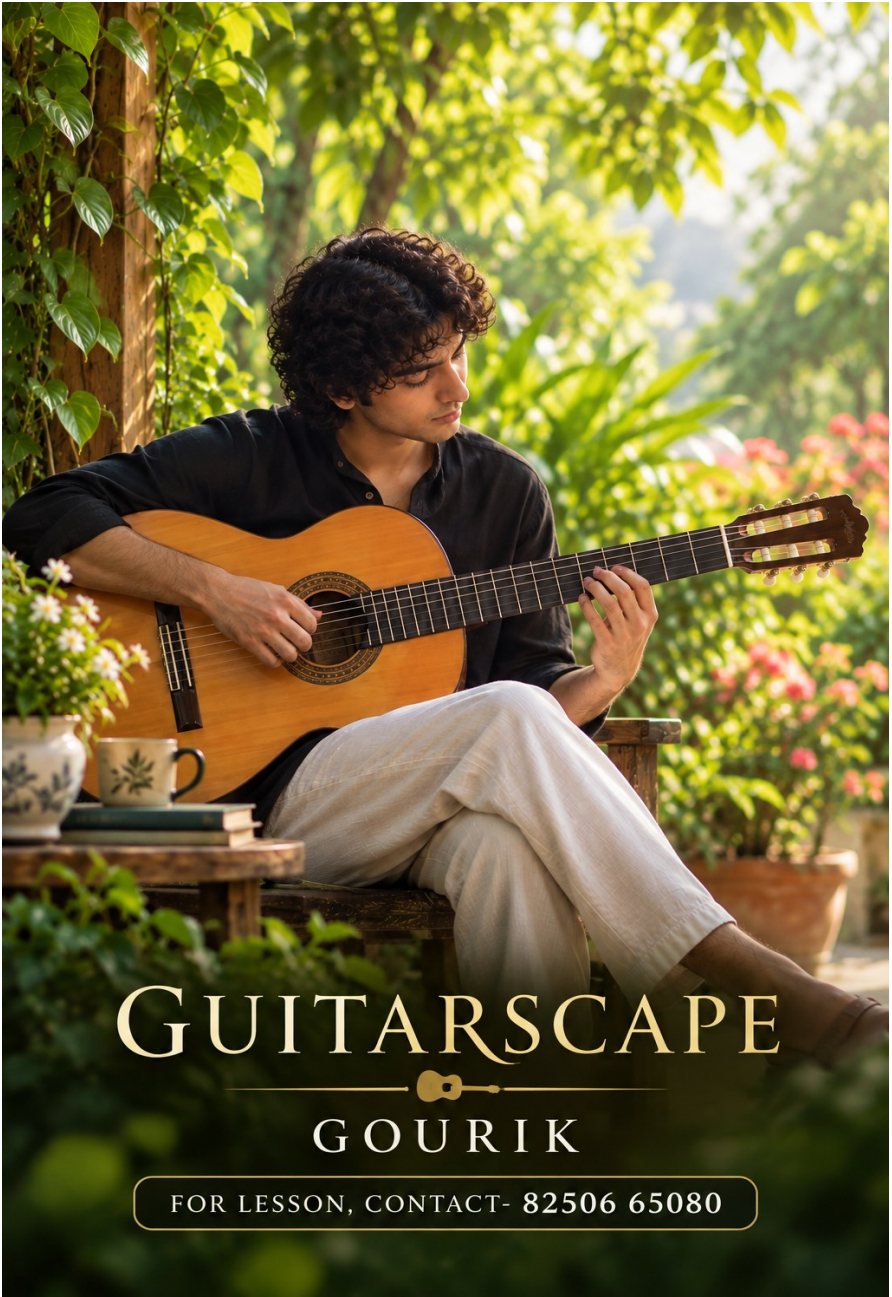
আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সংলাপের প্রতি ভারত সরকারের ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরও প্রশংসা করেন ওপেক

মহাসচিব। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ের বড় চ্যালেঞ্জগুলির সমাধানে কূটনীতি ও সংলাপকেই ভারত গুরুত্ব দিয়ে আসছে। বৈঠকে ওপেক-ভারত জ্বালানি সংলাপের আওতায় এখনও পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতির প্রশংসা করা হয়। বিশেষ করে কারিগরি স্তরেও দুই পক্ষের মধ্যে সহযোগিতার অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। ভবিষ্যতে ভারত ও ওপেকের মধ্যে আরও গভীর জ্বালানি সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে উভয় পক্ষই একমত হয়। বৈঠকের শেষে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, দুই পক্ষের পারস্পরিক সুবিধাজনক সময়ে পরবর্তী ওপেক-ভারত বৈঠক অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত হবে।

এশিয়ান গেম

নয়াদিল্লি: এশিয়ান গেমসে মহিলাদের ক্রিকেট দল সোনার পদক জেতায় অভিনন্দন জানানেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে মিস্কাড মার্শাল আর্টসে ব্রোঞ্জ জিতে ইতিহাস গড়া সুচিকা তারিয়ালকেও অভিনন্দন জানিয়েছেন তিনি।

মহিলাদের ক্রিকেট দলের সাফল্যকে ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য উল্লেখযোগ্য জয় বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আত্মবিশ্বাস, দক্ষতা এবং দলগত সংহতির পরিচয় দিয়েছে দলটি। এদিকে মিস্কাড মার্শাল আর্টসে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের হয়ে এশিয়ান গেমসে এই খেলায় প্রথম পদক এনে দিয়েছেন সুচিকা তারিয়াল।



GUITARSCAPE

GOURIK

FOR LESSON, CONTACT- 82506 65080



সম্পাদকীয়

সিনেমা কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়। একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্বপ্ন, সংকট এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাকে সবচেয়ে জীবন্তভাবে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে চলচ্চিত্র। ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেই সত্যকেই আবার সামনে নিয়ে এল। একদিকে প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত করা, অন্যদিকে বিভিন্ন ভাষা, অঞ্চল ও সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা চলচ্চিত্রগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি—এই দুই দিক মিলিয়ে এবারের আয়োজন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহুত্বকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারতীয় সিনেমাকে তিনি দেশের মানুষের স্বপ্ন, ঐতিহ্য এবং সংগ্রামের প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই। হিন্দি বা কয়েকটি বৃহৎ ভাষার চলচ্চিত্রের মধ্যে ভারতীয় সিনেমাকে সীমাবদ্ধ করলে দেশের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার একটি বড় অংশই অদৃশ্য থেকে যায়। সাঁওতালি ভাষার চলচ্চিত্র ‘আঙ্গেন’-এর জাতীয় স্বীকৃতি সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রান্তিক ভাষা ও সংস্কৃতির চলচ্চিত্র যখন জাতীয় মঞ্চে জায়গা করে নেয়, তখন পুরস্কারটি শুধু একটি ছবির সাফল্য থাকে না; তা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির বার্তা। একইভাবে ‘ভক্ষক’-এর মতো চলচ্চিত্র যখন নারীর নিরাপত্তার মতো গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন সামনে আনে, তখন চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও নতুন করে মনে পড়ে।

এখানেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসল গুরুত্ব। জনপ্রিয়তা অবশ্যই চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি, কিন্তু শিল্পের মূল্য কেবল বাজারের সাফল্যে নির্ধারিত হতে পারে না। যে সিনেমা সমাজকে প্রশ্ন

বিবেচনা করে অ-স্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিডনি-সংক্রান্ত ঝুঁকি বেশি থাকলে কার্যকর সর্বনিম্ন মাত্রা এবং উপযুক্ত স্বল্পমেয়াদি চিকিৎসা বিবেচনা করার কথা বলা হয়েছে। কিডনির সমস্যা, জলশূন্যতা, হৃদযন্ত্রের রোগ বা অ-স্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ব্যবহারে ঝুঁকি বাড়তে পারে এমন পরিস্থিতিতে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রেও অপ্রয়োজনীয় ওষুধের সংমিশ্রণ, ভুল নির্বাচন, অতিরিক্ত মাত্রা এবং অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা এড়াতে বলা হয়েছে। ফার্মাসিস্ট, খুচরো বিক্রেতা ও পরিবেশকদের ‘এইচ’ ও ‘এইচ১’ তফসিলভুক্ত ওষুধ বিক্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি কঠোরভাবে মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রেসক্রিপশন ছাড়া এই ওষুধের ব্যবহারকে উৎসাহিত বা সহজতর না করার কথাও বলা হয়েছে। হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রতিষ্ঠানগুলিকে অ-স্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিকের যৌক্তিক প্রেসক্রিপশন এবং ব্যবহারের উপর নজরদারি জোরদার করতে বলা হয়েছে। পাশাপাশি অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্টুয়ার্ডশিপ, প্রেসক্রিপশন পর্যালোচনা এবং রোগীদের যথাযথ পরামর্শ দেওয়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ঔষধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষগুলিকে চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট, বিক্রেতা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে নির্বিচারে ব্যথানাশক ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্থার বক্তব্য, অ-স্টেরয়ডাল প্রদাহনাশক ও অ্যান্টিবায়োটিকের যুক্তিসঙ্গত, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলে এড়ানো সম্ভব এমন ওষুধজনিত পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া, কিডনি-সংক্রান্ত জটিলতা এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রতিরোধের ঝুঁকি কমানো সম্ভব। পাশাপাশি, অ্যান্টিবায়োটিক বা ব্যথানাশকের নির্বিচার ব্যবহার কমানো গেলে, এই সংক্রান্ত মৃত্যুহার কমবে বলেও মন্ত্রকের দাবি।

নোমো কেবল বিনোদনের মাধ্যম নয়। একটি দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, স্বপ্ন, সংকট এবং ভবিষ্যতের আকাঙ্ক্ষাকে সবচেয়ে জীবন্তভাবে ধারণ করার ক্ষমতা রাখে চলচ্চিত্র। ৭২তম জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার সেই সত্যকেই আবার সামনে নিয়ে এল। একদিকে প্রবীণ অভিনেতা অনন্ত নাগকে দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কারে সম্মানিত করা, অন্যদিকে বিভিন্ন ভাষা, অঞ্চল ও সামাজিক বাস্তবতাকে তুলে ধরা চলচ্চিত্রগুলিকে জাতীয় স্বীকৃতি—এই দুই দিক মিলিয়ে এবারের আয়োজন ভারতীয় চলচ্চিত্রের বহুত্বকে নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর বক্তব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ভারতীয় সিনেমাকে তিনি দেশের মানুষের স্বপ্ন, ঐতিহ্য এবং সংগ্রামের প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ভারতীয় চলচ্চিত্রের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যেই। হিন্দি বা কয়েকটি বৃহৎ ভাষার চলচ্চিত্রের মধ্যে ভারতীয় সিনেমাকে সীমাবদ্ধ করলে দেশের সাংস্কৃতিক বাস্তবতার একটি বড় অংশই অদৃশ্য থেকে যায়। সাঁওতালি ভাষার চলচ্চিত্র ‘আঙ্গেন’-এর জাতীয় স্বীকৃতি সেই কারণেই তাৎপর্যপূর্ণ। প্রান্তিক ভাষা ও সংস্কৃতির চলচ্চিত্র যখন জাতীয় মঞ্চে জায়গা করে নেয়, তখন পুরস্কারটি শুধু একটি ছবির সাফল্য থাকে না; তা হয়ে ওঠে সাংস্কৃতিক অন্তর্ভুক্তির বার্তা। একইভাবে ‘ভক্ষক’-এর মতো চলচ্চিত্র যখন নারীর নিরাপত্তার মতো গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন সামনে আনে, তখন চলচ্চিত্রের সামাজিক দায়বদ্ধতার কথাও নতুন করে মনে পড়ে।

এখানেই জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের আসল গুরুত্ব। জনপ্রিয়তা অবশ্যই চলচ্চিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি, কিন্তু শিল্পের মূল্য কেবল বাজারের সাফল্যে নির্ধারিত হতে পারে না। যে সিনেমা সমাজকে প্রশ্ন

সেমিকনের নতুন ঠিকানা কি পূর্ব ভারত? - একটি রিপোর্ট

শিবাজী লাহিড়ী

প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেমিকন্ডাক্টর-সম্পর্কিত শিক্ষা ও গবেষণা বাড়ানো। দ্বিতীয়ত, রাজ্যের মধ্যেই সেই দক্ষ মানবসম্পদের জন্য শিল্প ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করা। তৃতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার এবং শিল্পের মধ্যে এমন একটি স্থায়ী সংযোগ তৈরি করা, যাতে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশোনার সময় থেকেই বাস্তব শিল্পপ্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকারি প্রযুক্তিগত উপস্থাপনাতেও সেমিকন্ডাক্টর দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ইঞ্জিনিয়ার কলেজে ডিএলএসআই ও চিপ নকশা প্রশিক্ষণাগার, আইআইটি ও পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠানে কারখানা-প্রযুক্তি ও পরিচ্ছন্ন কক্ষ প্রশিক্ষণ, শিল্প-শিক্ষা সহযোগিতা, বিশেষায়িত পাঠ্যক্রম, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং সেমিকন্ডাক্টর বৃত্তির মতো বিভিন্ন প্রস্তাবের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ প্রয়োজনীয় মানবসম্পদ তৈরির ধারণাটি রাজ্যের নীতি-আলোচনায় ইতিমধ্যেই প্রবেশ করেছে। এখন প্রশ্ন হল, তার কতটা বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং শিল্পের সঙ্গে কতটা যুক্ত হচ্ছে।

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে পশ্চিমবঙ্গের চ্যালেঞ্জ তাই শুধুমাত্র বিনিয়োগ আকর্ষণের নয়। তার সঙ্গে রয়েছে প্রতিভা ধরে রাখার প্রশ্ন। একদিকে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যদি ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশনের সঙ্গে আরও যুক্ত হয় এবং দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করে, তাহলে একটি বড় সম্ভাবনা তৈরি হবে। অন্যদিকে সেই মানবসম্পদের জন্য রাজ্যের ভিতরে পর্যাপ্ত কাজের ক্ষেত্র তৈরি না হলে দক্ষতার একটি অংশ বাইরে চলে যেতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের সেমিকন্ডাক্টর কৌশলের কেন্দ্রে থাকা উচিত হতে পারে একটি প্রশ্ন—রাজ্য কি শুধু সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরি করবে, নাকি সেই কর্মীদের জন্য শিল্পও তৈরি করবে? দুটি বিষয়কে একসঙ্গে না দেখা হলে শিল্প-বাস্তবত্ব অসম্পূর্ণ থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পশ্চিমবঙ্গে একটি সেমিকন্ডাক্টর প্রকল্প এলে তার সঙ্গে চিপ নকশা, গবেষণা, পরীক্ষা, প্যাকেজিং, শিল্প-সফটওয়্যার, যন্ত্রপাতি, রক্ষণাবেক্ষণ, উপাদান সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণের মতো ক্ষেত্রগুলিও যুক্ত করা সম্ভব কি না, সেটি এখন বড় প্রশ্ন।

কেন্দ্রীয় সরকারের সেমিকন ২.০-র কাঠামোও এখন এই বৃহত্তর ধারণার দিকে এগোচ্ছে। নকশা, যন্ত্র ও উপকরণ, আরও কারখানা, উন্নত সংযোজন ও পরীক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন এবং দক্ষ মানবসম্পদ—

এই ছয়টি স্তম্ভকে কর্মসূচির অংশ করা হয়েছে। ফলে পশ্চিমবঙ্গের সামনে সুযোগটি শুধু একটি কারখানা আনার নয়। একটি সম্পূর্ণ কারখানাকে কেন্দ্র করে একটি সম্পূর্ণ প্রযুক্তি-পরিবেশ তৈরি করার। সন্দর্শনের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে অশ্বিনী বৈষ্ণবের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অংশগ্রহণের বিষয়টি তাই এই আলোচনায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্প-বাস্তবত্ব তৈরির গতি এখনও ধীর হতে পারে, কিন্তু প্রতিভা সংগ্রহ ও দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির একটি অভিমুখ যে তৈরি হচ্ছে, তা স্পষ্ট। এখন সেই প্রতিভাকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যেই ধরে রাখার মতো শিল্প, গবেষণা এবং উচ্চপ্রযুক্তির কর্মসংস্থান তৈরি করা যায় কি না—সেই প্রশ্নের উত্তরই আগামী দিনে রাজ্যের সেমিকন্ডাক্টর উদ্যোগের সাফল্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হয়ে উঠতে পারে।

২০২৩ সালেই পৃথক সেমিকন্ডাক্টর নীতি ওড়িশা ও অসমের, উৎপাদনের পাশাপাশি চিপের নকশা, গবেষণা, প্যাকেজিং ও দক্ষ কর্মী তৈরিতে জোর। পশ্চিমবঙ্গের ২০১২ সালের নীতিতেও ছিল সেমিকন্ডাক্টর কারখানা ও চিপের নকশার পরিকল্পনা। ২০২৬ সালে দাঁড়িয়ে পূর্ব ভারতের তিন রাজ্যের নীতি-কাঠামো ও শিল্প-উদ্যোগ নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন। অস্তিম অংশ

ওড়িশা-অসম থেকে পশ্চিমবঙ্গ কী শিখতে পারে?

ওড়িশা ও অসমের উদ্যোগ থেকে পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা বিনিয়োগের অঙ্ক নয়, শিল্প-বাস্তবত্ব তৈরির পদ্ধতি। ওড়িশা পৃথক সেমিকন্ডাক্টর নীতির মাধ্যমে উৎপাদন, চিপের নকশা, গবেষণা, প্যাকেজিং, পরীক্ষা, দক্ষতা এবং সহায়ক শিল্পকে একই কাঠামোর মধ্যে আনার চেষ্টা করেছে। ২০২৫ সালের কার্যকরী নির্দেশিকাতেও যৌগিক সেমিকন্ডাক্টর, সিলিকন ফোটোনিక్স, সেন্সর ফ্যাব এবং এটিএমপি/ওএসএটি প্রকল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও তাই একটি সুস্পষ্ট সেমিকন্ডাক্টর নীতি তৈরি করে শিল্পের বিভিন্ন স্তরকে একসঙ্গে দেখার প্রয়োজন হতে পারে। শুধু কারখানা নয়—চিপের নকশা, গবেষণা, পরীক্ষা, উন্নত প্যাকেজিং, উপকরণ, দক্ষতা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি সহায়ক শিল্পকেও সেই নীতির অংশ করা যেতে পারে। অসমের অভিজ্ঞতা থেকে

পাওয়া যায় অন্য একটি শিক্ষা। জাগিরোডে টাটা ইলেকট্রনিক্সের ২৭,০০০ কোটি টাকার সংযোজন ও পরীক্ষা কেন্দ্রকে ঘিরে যন্ত্রপাতি, প্রযুক্তি, প্যাকেজিং এবং সরবরাহশৃঙ্খলার একটি বৃহত্তর পরিবেশ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। প্রকল্পটি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ২৭,০০০-এর বেশি কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা তৈরি করেছে বলে টাটা জানিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে তাই একটি বড় প্রকল্পকে কেন্দ্র করে তার চারপাশে সহায়ক শিল্পের মানচিত্র তৈরি করতে পারে। বিশেষ করে দুর্গাপুরের মতো শিল্পাঞ্চলে নির্ভুল যন্ত্রাংশ, প্রকৌশল পরিষেবা, পরীক্ষা, প্যাকেজিং, রক্ষণাবেক্ষণ এবং সরবরাহ ব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় সংস্থাগুলিকে যুক্ত করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা অবশ্য মানবসম্পদ। সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬-এর প্রথম দিনেই সন্দর্শনের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব পশ্চিমবঙ্গের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্ডিয়ান সেমিকন্ডাক্টর মিশনের সঙ্গে যুক্ত হওয়া এবং ভবিষ্যতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের সমন্বয়ে দক্ষ কর্মী তৈরির কথা জানিয়েছেন। ফলে প্রতিভা তৈরির একটি অভিমুখ ইতিমধ্যেই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু এখানেই পশ্চিমবঙ্গের বড় চ্যালেঞ্জ। রাজ্য যদি দক্ষ সেমিকন্ডাক্টর প্রকৌশলী ও গবেষক তৈরি করে, অথচ তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত শিল্প ও গবেষণার সুযোগ তৈরি করতে না পারে, তাহলে সেই প্রতিভার একটি অংশ কর্মসংস্থানের জন্য অন্য রাজ্যে চলে যেতে পারে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য শুধু ‘ট্যালেন্ট অ্যাকুইজিশন’ নয়, ‘ট্যালেন্ট রিটেনশন’ হওয়াও জরুরি।

এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণাগার এবং শিল্পকে একই ব্যবস্থার মধ্যে আনা প্রয়োজন। ছাত্রছাত্রীদের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি শিল্প-নির্ভর গবেষণা, চিপের নকশা, পরীক্ষা এবং উন্নত প্যাকেজিংয়ের মতো ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ তৈরি করা গেলে রাজ্যের মানবসম্পদ রাজ্যের শিল্পের সঙ্গেই যুক্ত থাকতে পারে।

ওড়িশা দেখাচ্ছে নীতি কীভাবে শিল্পের বিভিন্ন স্তরকে একত্র করতে পারে; অসম দেখাচ্ছে একটি বৃহৎ প্রকল্পকে ঘিরে কীভাবে সরবরাহশৃঙ্খলা তৈরি করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের সামনে সুযোগ হল—এই দুই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজের শক্তি অনুযায়ী শিল্প, গবেষণা ও মানবসম্পদের একটি সমন্বিত সেমিকন্ডাক্টর পরিবেশ তৈরি করা। এটাই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের জন্য সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ।

(শেষ)

প্রথম পাতার বাকি অংশ

ধারাবাহিকতাকেই আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই প্রক্রিয়ায় সচিবদের গোষ্ঠী, বিভিন্ন মন্ত্রক ও দফতর, মন্ত্রিসভা সচিবালয় এবং নীতি আয়োগের কাজকে একত্রিত করে পর্যালোচনা করা হবে। আলোচনার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির মধ্যে থাকবে প্রশাসনিক সংস্কার সহ আরও নানা বিষয়।

মানদণ্ড

প্রথম পাতার বাকি অংশ

নতুন সংযোজনের ফলে স্মার্টফোনের স্ক্রিন রক্ষাকারী কাচের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট গুণমান ও মানদণ্ড বজায় রাখার জন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি হল। বিজ্ঞপ্তিতে পণ্যটির জন্য ভারতীয় মান হিসেবে আইএস ১৯৩৪৮:২০২৫ নির্ধারণ করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পণ্যের ক্ষেত্রে এই বাধ্যতামূলক মান-অনুসরণের বিধান ১ এপ্রিল ২০২৭ থেকে কার্যকর হবে। ফলে প্রস্তুতকারক ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক সংস্থাগুলিকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নতুন মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য তৈরি করতে হবে। উল্লেখ্য, ‘ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড ইনফরমেশন টেকনোলজি গুডস (রিকোয়্যারমেন্ট অব কমপালসরি রেজিস্ট্রেশন) অর্ডার, ২০২১’ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৮ মার্চ ২০২১-এ। পরবর্তী সময়ে একাধিক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ওই আদেশে সংশোধন করা হয়েছে। ২১ সেপ্টেম্বরের বিজ্ঞপ্তিটি সেই ধারাবাহিক সংশোধনের সর্বশেষ সংযোজন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, ইতিমধ্যেই ভারতের বাজারে চিনা স্ক্রিন প্রোটেক্টর সহ প্রচুর অবৈধ চিনা পণ্য ছেয়ে গিয়েছে। সেই পণ্যের দাম কম হওয়ায়, ক্ষতির মুখে পড়াছিলেন, সাধারণ ভারতীয় পণ্য প্রস্তুতকারকরা। তাঁদের স্বার্থ রক্ষায় এই পদক্ষেপ।

ভারত ২০৪৭

নিয়ে চিন্তন

কমিষ্ন্

শমিত



খাদ্যতদন্ত...